দৈনিক ইনকিলাব

... 218

তারিখ 16 JUL 1987
পৃষ্ঠা ... ! কলাম ... !

৩১শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বোমাবাজির দৃশ্য —ইনকিলাব

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা রণক্ষেত্র | ছাত্রসংঘর্ষে ২ জন নিহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গত মঙ্গলবার রাতে সূর্যসেন হলের সামনে গুলীতে হালিম নামে একজন ছাত্রের মৃত্যু ও এ ঘটনার জের ধরে গতকাল দুপুরে দু'টি বিবাদমান ছাত্র সংগঠন কর্মীদের প্রচণ্ড গোলাগুলী-বোমাবাজির ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ছাত্র-ছাত্রীরা বিকেল পাঁচটার মধ্যে হল ত্যাগ করেছে। আজ থেকে অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল দুপুরের সংঘর্ষের সময় গেটে গুলীবিদ্ধ হয়ে একজন রিকশা চালক নিহত হয়েছে। মাথার পিছনের দিকে গুলীবিদ্ধ হয়ে অন্য একজন ছাত্র পিজি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। একজন পথচারীও গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুপুরের ঘটনার পর পরই ক্যাম্পাসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতের ঘটনার পর গতকাল সকালে পৌনে ১১টার দিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কলাভবনে মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা 'ঘেরাও ঘেরাও ঘেরাও হবে এসএম হল, ঘেরাও হবে' 'ঘাতকদের জবাই কর এসএম হল ঘেরাও হবে' 'একটা দুইটা জাসদ ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে উত্তেজনা নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে মিছিলটি বড় হতে থাকে এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে মিছিলটি ভিসির বাড়ীর সামনে দিয়ে ফুলার রোড ধরে এসএম হলের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় প্রচণ্ড গোলাগুলী ও বোমাবাজি শুরু হয়। শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ

অনির্দিষ্টকালের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা স্থগিত

।। ইনকিলাব রিপোর্ট ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা আবারও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট গতকাল এক সভায় ক্যাম্পাসে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৫ সনে যে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা তার সময়সূচী ১৯৮৬ সনের ডিসেম্বর থেকে দেয়া শুরু হলেও এ নিয়ে ৯ বার পরিবর্তন, স্থগিত কিংবা বাতিল হলো। একইভাবে এমএ ফাইনাল পরীক্ষা যা ১৯৮৪ সনে অনুষ্ঠিত হবার কথা তা ১৯৮৭ সনে শুরু হলেও কয়েকটি বিভাগের ক্ষেত্রে মাত্র ১টি পরীক্ষা অবশিষ্ট রেখে ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ের অনার্স পরীক্ষার্থী জাফরীন জেবিন চৌধুরী জানায়, তাদের পরীক্ষা শুরু হবার ইতিপূর্বেকার তারিখগুলো ছিল ডিসেম্বর ৩০, ১৯৮৬, জানুয়ারী ১০, ১৯৮৭, ১৫ মার্চ, ১৮ এপ্রিল, ১৮ জুন, ২৫ জুন, ৮ জুলাই, ২১ জুলাই এবং সর্বশেষ ১৬ জুন, যা গতকাল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

একজন এমএ পরীক্ষার্থী আবদুল মান্নান জানান যে, প্রায় ৩ মাস সময় নিয়ে তারা ১৯৮৪ সনের পরীক্ষা ১৯৮৭ সনে হলেও শেষ করে এনেছিলেন, কিন্তু কমপ্রিহেন্সিভ এবং মৌখিক পরীক্ষাটিই আর দেয়া হলো না। তিনি জানান যে, বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠানের দীর্ঘদিন ব্যবধানে কমপ্রিহেন্সিভ পরীক্ষা দেয়া এমনিতেই দুরূহ।

এদিকে এই অস্থিরতার কারণে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়াটিও দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। অথচ ইতিমধ্যে নতুন একটি এইচএসসি ব্যাচ আগামী তিন মাসের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তৈরী হয়ে আসছে।

অভিভাবক মহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস এবং পরীক্ষা ও ক্লাসে অনিয়ম এবং বিশৃংখলায় যারপর-নাই হতাশা দেখা দিয়েছে। তারা এই জাতীয় সমস্যা সমাধানে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ক্ষোভ ও নিন্দা

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক জরুরী সভায় গত মঙ্গলবার রাত ও গতকালের ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, গণ-বিরোধী স্বার্থান্বেষী চক্র কিছু কিছু ছাত্র ও বহিরাগতকে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করতে থাকার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে ও হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হলে সরকার, সকল রাজনৈতিক দল ও দেশবাসীকে সম্পূর্ণ সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে অস্ত্র-শস্ত্র না আসতে পারে সে জন্যে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। সরকার ইচ্ছা করলে অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অস্ত্রের আমদানী সম্পূর্ণ রোধ করতে পারে।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ক্ষোভ ও নিন্দা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল এসএম হলে হামলা চালালে জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্র লীগও পাল্টা জবাব দেয়। ছাত্র দল বৃটিশ কাউন্সিল ও জহুরুল হক হলের দিকে অবস্থান নিয়ে ও ছাত্র লীগ এসএম হলের ভিতরে অবস্থান নিয়ে কাটা রাইফেল, স্টেন গান, চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল, সাব মেশিন গান, রিভলবারের গুলী ও বোমা বিনিময় করতে থাকে। বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে বেলা ১২টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ৩৫ মিনিট স্থায়ী এ সংঘর্ষে প্রায় শতাধিক গুলী ও বোমা বিস্ফোরণের শব্দ হয়। ১২টা ২৫ মিনিটে পলাশী দিয়ে পুলিশ এসে এসএম হল গেটের সামনে অবস্থান নিলে ছাত্র দল কলা ভবনের দিকে ফিরে আসে। এ সংঘর্ষের সময় ক্রস ফায়ারে পরে উদয়ন স্কুলের সামনে আবদুর রহিম (২৫) নামে একজন রিকশা চালক পেটে গুলীবিদ্ধ হয়। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর সন্ধ্যা ৬টার দিকে সে মারা যায়। তার লাশ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। অন্যদিকে, সংঘর্ষের সময় এসএম হলের দোতলার ১২৮ নং কক্ষে আসাদ আহমেদ মুন্না নামের একজন ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মাথার পিছনে গুলীবিদ্ধ হয়। গুলীতে তার মাথার পিছনের দিকের বেশ কিছু অংশ উড়ে গেছে। মুন্নাকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পিজি হাসপাতালের ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। আসাদ আহমেদ মুন্না ছাত্র লীগ কর্মী ও শহীদুল্লাহ হলের ৮০৮ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র। গত মঙ্গলবার রাতের ঘটনার পর তার কক্ষ তছনছ হয় এবং ছাত্র দলের তাড়া খেয়ে সে এসএম হলে আশ্রয় নিয়েছিল বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, সংঘর্ষের সময় পলাশী মোড়ে কামরুল (১৬) নামে এক জন পথচারী হাতে গুলীবিদ্ধ হয়। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গত মঙ্গলবার রাতের ঘটনার পর ফজলুল হক হলের ৯ নং কক্ষের বাসিন্দা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র জাসদ ছাত্র লীগ কর্মী আজহারুল ইসলামও ঐ রাতে হাতে রামদার আঘাতে আহতাবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

গত মঙ্গলবার রাতে সাড়ে বারোটার দিকে সূর্যসেন হলের গেটের সামনে আঃ হালিম নামে ইতিহাস বিভাগের প্রথম বর্ষ সম্মান (পুরাতন) শ্রেণীর ছাত্র তলপেটে গুলীবিদ্ধ হয়। সে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মী ও সূর্যসেন হলেরই ৩২৬ নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র বলে জানা গেছে। তার গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর থেকে প্রায় ৩০/৩৫ মিনিট হল এলাকায় গুলী ও বোমাবাজি চলে। গুলীবিদ্ধ হওয়ার আধ ঘন্টা পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে সে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায়। সূত্র মতে সূর্য সেন হলের একটি কক্ষের দখলকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের ঐ হল বাসিন্দা দু'জনের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে তাদের একজন অস্ত্র তুলে নিলে হালিম গুলীবিদ্ধ হয়।

হালিমের মৃত্যুর পরপরই জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কর্মীরা বিভিন্ন হলে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তারা তার মৃত্যুর জন্য জাসদ (ইনু) ছাত্র লীগকে দায়ী করে শ্লোগান দিতে থাকে। এ সময় সূর্যসেন হলের ১০৬, ১৭৬, ২৩২, ৩৪৮, ৫০৭ নম্বর কক্ষ, কবি জসিমউদ্দিন হলের ৯টি কক্ষ, শহীদুল্লাহ হলের ৬টি এবং ফজলুল হক হলের ২টি কক্ষ তছনছ হয়। এদের কয়েকটিতে আগুনও ধরিয়ে দেয়া হয়। কক্ষগুলোতে জাসদ ছাত্র লীগ কর্মীরা থাকত বলে জানা গেছে।

এদিকে দুপুরের গোলাগুলী বোমাবাজির পর ভাইস চ্যান্সেলরের বাসায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট এক জরুরী সভায় মিলিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটায় সিণ্ডিকেটের গত ২৬ জুন গৃহীত বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের স্থগিত সিদ্ধান্ত গতকাল দুপুর থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ ও সকল পরীক্ষাও স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সভায় ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হালিমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। সভায় গত মঙ্গলবার রাত ও গতকাল দুপুরের ঘটনা তদন্ত করার জন্য ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এ তদন্ত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেয়া হয়।

এদিকে ময়না তদন্ত শেষে দুপুর আড়াইটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের সামনে নিহত হালিমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় বিএনপি মহাসচিব কে, এম,

পরীক্ষা স্থগিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর